দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

1830

'আমার বই'-এর ভুল প্রসঙ্গে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'আমার বই' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগে কিছু কিছু ভুল লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ভাগের বর্ণপরিচয় অধ্যায়ে ব্যঞ্জণবর্ণ 'ক্ষ'-এর কোন উল্লেখ নেই। 'ক্ষ' একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তবর্ণ, যার সাহায্যে 'শিক্ষা', 'শিক্ষক', 'রক্ষা', 'ক্ষয়', 'ক্ষমা' প্রভৃতি শব্দের বানান লিখতে হয়। পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কা-লংকার মহোদয় তাদের প্রণীত 'বর্ণবোধ' ও 'শিশু শিক্ষা' পুস্তকে 'ক্ষ'-এর উল্লেখ করেছেন।

বোর্ড বিরচিত 'আমার বই' প্রথম ভাগেও প্রথমে 'ক্ষ'-এর অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছিল; কিন্তু '৯০ সালের সংস্করণে 'ক্ষ'-এর উল্লেখ নেই- অথচ মজার ব্যাপার এই যে, 'পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে' বাক্যটি প্রথমভাগের ৭ম পৃষ্ঠায় 'শুনি ও বলি' অধ্যায়ে লিখে সংকলকগণ 'ক্ষ'-এর উপযোগিতা অনুভব করেছেন।

'আমার বই দ্বিতীয় ভাগে' ক+ষ='ক্ষ' দেখানো হলেও 'ক্ষ' যুক্ত দু'টি শব্দ 'ডালিম কুমার' ও 'বীর শ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ' গল্পে স্থান পেয়েছে।

নবীন শিক্ষার্থী স্বভাবতই 'ক্ষ'-এর আকার-আকৃতি সম্পর্কে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করবে। তার কৌতূহলটি অকারণ বা অহেতুক হবে না। কাজেই 'ক্ষ'-এর মতো একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পর্কে তাকে জ্ঞান দান করা শিক্ষকের কর্তব্য।

বাংলা অভিধানসমূহে 'ক্ষ'কে পৃথক অক্ষররূপে না দেখানোর পেছনে যে যুক্তি আছে, তা নবীন ছাত্রছাত্রীর জন্যে প্রযোজ্য নয়।

জনাব এম,এ সামাদ ও শ্রী প্রবোধ চন্দ্র সাহা তাদের চিঠিতে 'ক্ষ'-এর অবস্থান ও উপযোগিতা সম্পর্কে পান্ডিত্যপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছেন তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য হলেও হিমাদ্রি-শেখর সরকার কর্তৃক উথাপিত "'ক্ষ' কি ক্ষয়ে গেল" প্রশ্নের যথাযথ বিশ্লেষণ বা সদুত্তর নয়।

'আমার বই' দ্বিতীয় ভাগে ছন্দ যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কমলাফুলি' কবিতায় 'কমলাফুলি' ও 'মোতি' শব্দদ্বয়ের প্রদত্ত অর্থে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। কমলাফুলির অর্থঃ 'কমলার ফুল এবং মোতির অর্থঃ 'মুক্তা' বলা হয়েছে। কবিতার বিষয়বস্তু অনুসারে কমলাফুলির অর্থ কমলাফুল সদৃশ একটি বালিকা। আর মোতির অর্থ মুক্তা ছাড়াও 'বেল' বা 'মল্লিকা' ফুল হবে। সংসদ বাঙ্গালা অভিধান এবং জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস সংকলিত 'বাঙালা ভাষার অভিধান'-এ উল্লিখিত অর্থই লিখা আছে।

সত্যেন্দ্রনাথ তার বিখ্যাত 'ঝর্ণা' কবিতায় মোতি ও মোতিয়া শব্দদ্বয় প্রয়োগে লিখেছেনঃ

"মোতিয়া মোতির কুঁড়ি মুরছে ও অলকে
মরি মরি মরীচিকায় রামধনু ঝলকে।"

মোতিয়া-মোতির কুঁড়ি বলতে কবি হরষিত কিংবা সুরভিত বেল ফুলকেই বুঝিয়েছেন।

বোর্ড বিরচিত 'আমার বই' সহ অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকে কবির নাম পরিহার করে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত মুদ্রিত হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে আমরা অভিভাবকরা তা বুঝতে অক্ষম। বোর্ড কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা দিলে আমরা উপকৃত হব।

'আমার বই' দ্বিতীয় ভাগে 'আমার পণ' নামক নীতি বাক্যসংবলিত কবিতাটিও কবির নাম ছাড়াই মুদ্রিত হয়েছে। আমাদের জানা মতে কবিতাটির কবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্ব কবির নাম মুদ্রণে বোর্ড কর্তৃপক্ষের এ অনীহাকে কোনক্রমেই যোগ-আমদেদ জানানো যায় না।

সঙ্গত কারণে এবং বিশেষ প্রয়োজনের খাতিরে আমরা 'আমার বই' প্রথম ভাগে 'ক্ষ'-এর উল্লেখ, অর্থ অসঙ্গতি দূরসহ 'আমার পণ' কবিতা (২য় ভাগে) ও জাতীয় সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের নাম মুদ্রণ করবার জন্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কাছে বিনীত অনুরোধ রাখছি।

সিরাজ-উস্-সালেহিন, ছাবু
সমসখলসী, নাটোর।